যুগান্তর

তারিখ ... 04 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সমাপনী পরীক্ষা কি অপরিহার্য

মুসতাক আহমদ

জমজমাট কোচিং প্রাইভেট ও গাইড বই ব্যবসা

পটুয়াখালীর কালাইয়া হায়াতুন্নেছা বালিকা বিদ্যালয় সংলগ্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রী নাজিয়া আগামী নভেম্বরে সমাপনী পরীক্ষা দেবে। তার বাবা একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী। নাজিয়ার প্রাইভেট পড়ার সামর্থ্য নেই। ক্লাসে ঠিকমত লেখাপড়া হয় না। পরীক্ষায় ভাল করতে হবে। এখন কী করবে সে? স্কুল থেকে ফিরে দৈনিক নাজিয়া তার মায়ের সঙ্গে কান্নাকাটি করে। মেয়ের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে বাবা হাফেজ মহিউদ্দিনও চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছেন। তার এ পরিস্থিতি দেখে গত এপ্রিল মাসে চাচা নুরউদ্দিন সাহায্যের হাত বাড়ালেন। প্রতিমাসে চাচার কাছ থেকে পাওয়া ৪শ' টাকায় এখন তার প্রাইভেট পড়া চলছে। শুধু তাই নয়, স্কুলে ভাল লেখাপড়া না হওয়ায় নাজিয়া বেশি পড়ার জন্য দুই সেট গাইড বই কিনেছে। প্রাইভেটের বাইরে বাসায় সে দুই প্রকাশনার প্রতিষ্ঠানের গাইড বই থেকে পড়া অনুশীলন করে।

প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে নাজিয়া একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। আগামী নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় প্রায় ৩০লাখ ছাত্রছাত্রী অংশ নেবে। এই বিশাল সংখ্যক শিক্ষার্থীর অধিকাংশকেই প্রাইভেট-কোচিং করতে হচ্ছে প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষার খড়গ মাথার ওপর ঝুলছে বলে। এরবাইরে প্রত্যেককে সর্বনিম্ন এক সেট থেকে সর্বোচ্চ ৩-৪ সেট গাইড বইও কিনতে হচ্ছে পরীক্ষায় ভাল করার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে।

একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, সমাপনী পরীক্ষার কারণে প্রাথমিকে প্রাইভেট ও কোচিং ব্যবসা ভয়াবহ আকারে বেড়েছে। ২০০০ সালে যেখানে পঞ্চম শ্রেণির মাত্র ৩৯ভাগ শিক্ষার্থীকে প্রাইভেট পড়া বা কোচিংয়ে যেতে হত, সেখানে ২০১৪ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৯০ভাগ। সমাপনী পরীক্ষা শুরুর আগের বছর বা ২০০৮ সালে স্কুলে বাইরে পড়ার এই হার ছিল ৭১ ভাগ।

প্রাথমিক সমাপনী পরীক্ষা ঘিরে পদে পদে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ তুলেছেন সুশীল সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ। গত জুনে জাতীয় প্রেসক্লাবে শিক্ষায় জাতীয় বাজেটে বরাদ্দের ওপর এক আলোচনা সভায় এমন অভিযোগ উত্থাপন করেন শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কো-চেয়ারম্যান ড. কাজী খলীকুজ্জামান। প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে কাজ করা বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) সবচেয়ে বড় মোর্চা গণসাক্ষরতা অভিযানের (ক্যাম্পে) নির্বাহী পরিচালক ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা রাশেদা কে চৌধুরী স্পষ্টভাবেই বলেছেন, এই সমাপনী পরীক্ষা এভাবে থাকার প্রয়োজন আছে কি না, তা ভাবার সময় এসেছে।

ক্যাম্পের উপ-পরিচালক কেএম এনামুল হকের কাছে জানতে চাইলে তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'আমাদের জানা মতে দেশব্যাপী প্রাতিষ্ঠানিকভাবে কোচিং ও প্রাইভেট কার্যক্রম গড়ে উঠেছে। এক হিসাবে পাওয়া গেছে, ৮৬ভাগের বেশি বিদ্যালয় সাধারণ ক্লাস কার্যক্রম ফেলে কোচিং করাচ্ছে শিক্ষার্থীদের। এদের মধ্যে ৭৩ ভাগ বিদ্যালয়ে কোচিং বাধ্যতামূলক।' তিনি বলেন, 'বাধ্যতামূলক কোচিং শহরের চেয়ে গ্রামের বিদ্যালয়ে বেশি। শহরাঞ্চলে যেখানে ৬০ভাগ বিদ্যালয় এ ধরনের কাজ করে, সেখানে গ্রামাঞ্চলে এর সংখ্যা সাড়ে ৭৫ ভাগ।'

যুগান্তরের প্রতিনিধিদের মাধ্যমে চালানো এক অনুসন্ধানে দেখা গেছে, বছরের শুরুতেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থী কোচিংয়ে নাম লেখায়। এর সংখ্যা শতকরা ৩৬ভাগ। ফেব্রুয়ারি মাসে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক বা শতকরা ২৩ভাগ শিক্ষার্থী কোচিংয়ে ভেড়ে। কম আয়ের পরিবারের সদস্য হিসেবে শিক্ষাজীবনের ভবিষ্যত নিয়ে উৎকণ্ঠায় থাকা নাজিয়ার মত শিক্ষার্থীরা তিন-চার মাস পর হলেও কোচিং ও প্রাইভেটে পড়তে যায়। এই সংখ্যা মার্চে ১৬ ভাগ আর এপ্রিলে ১১ ভাগ। একেবারেই যারা আর্থিকভাবে অসহায়, তাদের অনেকেই পরীক্ষার দু'মাস আগে হলেও প্রাইভেট বা কোচিং-এ পড়ে। এসব শিক্ষার্থী সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে পড়তে যায়। এর সংখ্যা প্রায় ৪ভাগ। সমাপনী পরীক্ষা সাধারণত নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে নেয়া হয়। এ কারণে শিক্ষার্থীদের ব্যয়ও ব্যাপক হারে বেড়েছে। এক হিসাবে দেখা গেছে, একজন শিক্ষার্থীর পেছনে পঞ্চম শ্রেণি শেষ করতে একজন অভিভাবককে গড়ে ৮ হাজার টাকার বেশি খরচ করতে হয়।

যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কমপক্ষে অর্ধেক শিক্ষক এই ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। যেসব পরীক্ষার্থী যাদের কাছে কোচিং-প্রাইভেট পড়ে, তারা বেশির ভাগই শিক্ষার্থীর নিজ নিজ স্কুল বা মাদ্রাসার শিক্ষক।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রাথমিকে বিশেষ করে সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে গাইড বইয়ের ব্যবহার আশংকাজনক হারে বেড়েছে। এ ব্যাপারে নামপ্রকাশ না করে একজন শিক্ষক নেতা জানান, সরকার সমাপনী পরীক্ষায় সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। কিন্তু এ বিষয়ে এখনও সব শিক্ষককে ভালমত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। তাছাড়া তিনবছর নতুন কারিকুলামের পাঠ্যবই দেয়া হলেও এখনও শিক্ষক পাঠদান ম্যানুয়াল পাননি তারা। এসব কারণে কেবল শিক্ষার্থী নয়, শিক্ষকরাও গাইড দেখে বা গাইড বইয়ের সহায়তা নিয়ে ক্লাসে পাঠদান করে থাকেন। গাইড বইই হয়ে গেছে তাদের পাঠদানের প্রধান অবলম্বন। পাশাপাশি তারাও গাইড বই কিনতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করেন। তবে এরবাইরে বিভিন্ন প্রকাশনীর থেকে নগদ অর্থ ও নানা উপঢৌকন নিয়ে একশ্রেণির শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট প্রকাশনীর গাইড বই কিনতে বাধ্য করেন এমন অসংখ্য খবরও জানা গেছে। যুগান্তরের উপজেলা পর্যায়ের বেশ কয়েকজন প্রতিনিধি জানিয়েছেন, উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এই ব্যবসা এখন রমরমা।

পটুয়াখালীর উল্লিখিত ছাত্রী নাজিয়া জানায়, সে একাধিক গাইড কিনেছে মূলত উদ্দীপকের বেশি বেশি দৃষ্টান্ত ও প্রশ্নোত্তর পাওয়ার জন্য। কেননা, এই পদ্ধতিতে ভাল করতে তাকে বেশি দৃষ্টান্ত পড়তে হয়। তাই যে যত বেশি প্রকাশনীর গাইড বই পড়বে, তার তত বেশি উদ্দীপক পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

এ বিষয়ে ক্যাম্পের উপপরিচালক কেএম এনামুল হক বলেন, তারাও বিভিন্ন মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, সমাপনী পরীক্ষার্থীদের মধ্যে একাধিক গাইড বই কেনার প্রবণতা রয়েছে। যদি এটাই বাস্তবতা হয়, তাহলে বিষয়টি 'সবার জন্য বিনামূল্যে পাঠ্যবই' স্লোগানের সঙ্গে রীতিমত সাংঘর্ষিক।

মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বিকশিত হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে দেশ যখন এগিয়ে চলেছে, একই সময়ে সমাজের দারিদ্র ও অতি দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের মধ্যে শিক্ষার জন্য প্রচুর আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। এ পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষানুরাগী এবং শিক্ষা বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের অভিমত, ছেলেমেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার দেয়াল টপকানোর জন্য নগর বা শহরের বিত্তবান ও স্বচ্ছল অভিভাবকদের সঙ্গে পল্লীগ্রাম তথা সারা দেশের দরিদ্র ও অসচ্ছল পরিবারের অভিভাবকদের সামর্থের তারতম্যের কারণে সর্বজনীন শিক্ষার মূল লক্ষ্যটাই বিভ্রান্তিপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। অর্থনৈতিক কারণে ভাল কোচিং সেন্টারে অথবা টিউটরের কাছে শিশুকে পড়ানোর সামর্থ নেই যে পরিবারগুলোর অথবা সুযোগ নেই একাধিক গাইড বই সংগ্রহের তারা এখন কোন পথে যাবেন। এ পরিস্থিতিতে দেশের শিক্ষাবিদের এবং অভিভাবকদের অনেকেই বলছেন, প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করার আগেই ধাপে ধাপে শিক্ষার্থী ঝরে পড়ার প্রবণতা ঠেকাতে এবং দরিদ্র অভিভাবকদের সামর্থের কথা ভেবে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষার অপরিহার্যতার বিষয়টি পর্যালোচনা করার সময় এসেছে। ভাবতে হচ্ছে, এ রকম সমাপনী পরীক্ষার আদৌ কোনো প্রয়োজন আছে কি না!